মুসলিম বিশ্বে সাড়া জাগানো অমর গ্রন্থ-

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

(সব খণ্ড একত্রে)

রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-

- ⇨ **তারবিয়াতুস সালিক (১ম ও ২য় খণ্ড)**
  মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

- ⇨ **নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন**
  মূল ঃ ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

  মাওলানা তারিক জামিল
- ⇨ **আল্লাহ্র পরিচয়**
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

  অসাধারণ তাবলিগী সফরনামা
- ⇨ **ইয়েমেনে এক শ বিশদিন**
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

  কিশোর সিরিজ
- ⇨ **প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম**
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

- ⇨ **কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী**
  মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী

  বিচারপতি আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি
- ⇨ **হাদিসের প্রামাণ্যতা**
  অনুবাদ ঃ মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী

  বিচারপতি আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি
- ⇨ **সমাজ সংশোধনের দিক নির্দেশনা**
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

- ⇨ **প্রচলিত ভুল**
  লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
  আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা

- ⇨ **ঈমান সবার আগে**
  লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
  আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা

- ⇨ **সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা ও অনুমতি প্রার্থনা**
  মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন দোস্ত সাহেব
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী

মুসলিম বিশ্বে সাড়া জাগানো অমর গ্রন্থ-

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

(সব খণ্ড একত্রে)

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

মাওলানা মাসউদুর রহমান

অনূদিত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

অনুবাদকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের; যিনি তাঁর প্রিয় তাবেঈনের জীবনধারা সম্বলিত বরকতময় গ্রন্থ 'তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন' সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দেওয়ার তাওফীক এই নগন্যকে দান করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি লক্ষ-কোটি সেজদায়ে শোকর। আল্‌হামদুলিল্লাহ। দয়াময়ের দরবারে অক্ষম হৃদয়ের ব্যকুল প্রার্থনা- হে আল্লাহ! তুমি মেহেরবানী করে আমাদের এই প্রচেষ্টা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবূল করে নাও। আমীন।

গ্রন্থটি বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মরহুম ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহির কালজয়ী গ্রন্থ 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন' এর বাংলা অনুবাদ। উচ্চশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত মহান এই লেখক ছিলেন আরবী-ভাষা ও সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। গ্রন্থের আকর্ষণীয় ভাষা, চমৎকার সাহিত্যরস আর শব্দালঙ্কারের অপূর্ব সৌন্দর্য লেখককে করেছে অসাধারণ জনপ্রিয়। তাঁর রচনাবলী ও এর বিষয়াদি বাহুল্য বর্জিত ও সনদভিত্তিক বলে আরববিশ্বে শুধু বহুলপঠিতই নয় বরং ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

সাউদী আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন' গ্রন্থটি মানব জীবন তথা চরিত্র গঠনে ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিবেচিত হওয়ায় এর মূল্যবান অংশগুলো দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় পাঠ্য হিসাবে সংযোযিত হয়। এছাড়া সরকারীভাবে একে কয়েক খণ্ডে পৃথক পৃথক ভাবে ছেপে সারাদেশে প্রচারের উদ্দ্যেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। সেখানের 'এযাআতুল কুরআনিল কারীম' রেডিও এখনও লেখকের মধুর কণ্ঠে এই জীবনীগুলোর অডিও নিয়মিত সম্প্রচার করে থাকে।

তাবেঈনের জীবনী আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রাণপ্রিয় নবীজীর শিক্ষায় আলোকিত সাহাবীদের যাপিত জীবন বারবার এসে যায়। কেননা এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য তাবেঈগণের জীবন গঠিত হয়েছে তাদেরই পরশে। তাঁরা বারবার আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের কাছেই

ছুটে গেছেন শিক্ষা নিতে। তাদের সান্নিধ্য পেতে, সেবা দিতে, উপদেশ নিতে। এভাবে শিক্ষক হিসাবে যাদের জীবন এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁরাই হলেন প্রিয় নবীর প্রিয় সাহবায়ে কেরাম। যাদের নামের পর বলতে হয় 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মহিলা হলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহা', দুজন হলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা', দুজনের অধিক হলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'। অর্থ আল্লাহ তাঁর বা তাঁদের প্রতি প্রীত ও সন্তুষ্ট।

তাঁদের শাগরেদ ও শিষ্য তাবেঈদের নামের শেষে বলতে হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' অর্থ তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

লেখক তাঁর এই অমর গ্রন্থে যাদুকরী রচনাশৈলী দিয়ে ইসলামের সোনালী যুগের স্বর্ণালী সময়কে তুলে ধরেছেন অতি নিখুঁতভাবে। তাবেঈগণের জীবন ও জীবনীর নানা চিত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন এমন মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে যা পাঠক হৃদয়কে করবে পুলকিত, শিহরিত। পাঠক কখনও হবেন আবেগ আপ্লুত আবার কখনও জাহান্নামের ভয়ে শঙ্কিত। কখনও তার মনের গভীরে সৃষ্টি হবে অনুশোচনার ঝড়। কখনও তার দুচোখে নামবে অশ্রুরবান।

লেখকের রচনার রয়েছে এক বিশেষ ধরণ, যার মাধ্যমে তিনি পাঠককে 'নীরস পাঠকর্মের' গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে দেন নি। তিনি চেয়েছেন পাঠককে দর্শকের ভূমিকায় উন্নীত করতে। তিনি 'অমুক সনের অত তারিখের ঘটনা' ইতিহাস বর্ণনার এই চিরাচরিত ধারা ত্যাগ করে গ্রহণ করেছেন এক অভিনব ধারা। পাঠককে সঙ্গে নিয়ে তিনি সরাসরি পৌঁছে গেছেন ঘটনাস্থলে। যেমন- 'আমরা এখন হিজরী ৯৭ সালের দশই জিলহজ্জে আর ঐ যে দেখ পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর বাইতুল্লাহ...' এভাবেই লেখক যেন পাঠকের সঙ্গে একত্ম হয়ে অতীত ঘটনার চলমান ধারাকে দুচোখ মেলে দেখছেন; আর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন।

তাবেঈন কারা

যাঁরা সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী। যাঁরা আল্লাহর সকল ফয়সালায় পরিপূর্ণ রূপে সমর্পিত। যাঁরা অনুকূল-প্রতিকূল সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই যাঁরা আল্লাহর হুকুম পালনে ছিলেন তৎপর। যাদের ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল পাহাড়ের

মতো যেমনি অনড় তেমনিই অটল। এলেম হাসিলের জন্য যাদের জীবনের সর্বস্ব ছিল উৎসর্গীত। যাঁদের রাত কাটত জায়নামাযে দাঁড়িয়ে, রুকূ, সেজদা আর মুনাজাতে চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে। আর কত দিন কত রাত কাটত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ময়দানে জানবাজীতে! যাঁরা ছিলেন কুরআন সুন্নাহর জন্য পাগল পারা, কালামুল্লাহর তিলাওয়াতের ধ্যানে মাতোয়ারা। যারা ছিলেন দিলের মধ্যে কুরআনী নূরের তাজাল্লী আকর্ষণকারী, সীনার মধ্যে জ্যোতির্ময় দিল ধারণকারী। আর ছিলেন দুনিয়ার যাবতীয় আরাম আয়েশ, সম্পদ সম্ভোগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞাকারী।

যে চাটাইয়ের আসনে উপবেশনকারীদের আস্তানায় এসে সম্পদ ও শক্তির পূজারীরা বশ্যতা স্বীকার করত, যাদের অন্তরে থাকত রাজা-বাদশাহদের ঐশ্বর্য যদিও তাদের পোশাক থাকত তালিযুক্ত। তাঁরা জালিম শাসকের সামনে হন নি কখনও নত আর হন নি কখনও ভীত। অত্যাচারী শাসকের মুখের উপর হক কথা বলতে হয় নি কখনও যাদের আওয়াজ প্রকম্পিত। এরাই তাঁরা যাঁরা লাভ করেছিলেন সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য। অর্জন করেছিলেন তাঁদের ফয়েয লাভের বিরল সৌভাগ্য। যেই মহান মণীষীদের যুগকে প্রাণপ্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মুবারক 'শ্রেষ্ঠ যুগ' এর আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরাই ছিলেন আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া, তাঁদেরই প্রিয় শিষ্যবৃন্দ তাবেঈন রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তাঁরাই সাহবায়ে কেরামের আদর্শের এমনই অনুসরণ করেছিলেন যাঁর ফলে সহাবাদের মতোই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্যও প্রীতি ও সন্তুষ্টির ঘোষণা দান করেছেন। এরশাদ করেছেন-

والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه

অর্থ- এবং যারা পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁদের (প্রথম পুরাতন মুহাজির ও আনসার সাহবীদের) অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

হযরত কাতাদাহ বর্ণিত তাফসীর মতে আলোচ্য আয়াতাংশ 'পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁদের (সহাবাদের) অনুসরণকারী' বলে তাবেঈদেরকে বুঝানো হয়েছে।

তাবেঈদের তাবাকা বা শ্রেণী

যে তাবেঈর জন্ম নবী যুগের যত বেশি নিকটতম, যিনি যত বেশি সহাবীর সাক্ষাতপ্রাপ্ত, ঈমান, আমল ও দীনের খিদমতে ভূমিকা যার যত বেশি তাবেঈ জামাতের মধ্যে তাঁর তাবাকা (শ্রেণী) তত উন্নত।

ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৪৮হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'তে তাবেঈদেরকে ছয়টি তাবাকায় ভাগ করেছেন। প্রত্যেক তাবাকায় তিনি শ শ তাবেঈর জীবনীও উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রদত্ত তালিকা হিসাবে আমরা শুধু এই গ্রন্থে উল্লেখিত তাবেঈগণের ছোট্ট একটি তাবাকার তালিকা পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরলাম।

প্রথম তাবাকা

-মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১০হি.- ৩৮হি.)
-ওয়ায়েস (আল) করণী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৩৭/৩৮ হি.)
উক্ত দুজনের জীবনী এ গ্রন্থে নেই।
-কাযী শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আহনাফ ইবনে কায়েস রহমাতুল্লাহি আলাইহি

দ্বিতীয় তাবাকা

-আতা ইবনে আবী রাবাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আমের ইবনে শুরাহবীল আশশাআবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী (যয়নুল আবেদীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
-সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-তাউস ইবনে কাইসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি

তৃতীয় তাবাকা

-ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আল মুযানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

চতুর্থ তাবাকার কোনো তাবেঈর জীবনী এই গ্রন্থে নেই।

পঞ্চম তাবাকা
-আবদুল মালিক ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আবূ হানীফা, নূমান ইবনে সাবেত রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ষষ্ঠ তাবাকার কারো জীবনীও এই গ্রন্থে নেই।

কোনো কোনো তাবেঈর জন্ম হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যে না পাওয়ার ফলে তিনি সাহাবী হতে পারেন নি। যেমন ওয়ায়েস করণী, নিঃসঙ্গ মাতাকে রেখে তিনি রাসূলের সাক্ষাতের জন্য আসতে পারেন নি। আবূ মুসলিম আল খাওলানী মদীনার কাছাকাছি পৌঁছার পরও তিনি রাসূলের সাক্ষাত পান নি, পেয়েছিলেন তাঁর ওফাতের সংবাদ।
তাবেঈদের অনেকের জন্ম মক্কার পবিত্র ভূমিতে। অনেকের মদীনায়। আবার অনেকের জন্ম এই দুই পূণ্যভূমির সন্নিকটে। অনেকের জন্মস্থান মক্কা মদীনা থেকে দূরে বহুদূরে ইরাকের কূফা বা বসরায়, ইয়েমেন বা মিসরে। জন্মকাল ও জন্মস্থান যাই হোক প্রত্যেক তাবেঈ তাঁদের জীবনে এক বা একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ অবশ্যই করেছিলেন। উপরোক্ত অঞ্চলগুলো ছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম বিদায় হজ্জের পর পরই বিদায়ী বাণী নিয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন যার ফলে সে সব অঞ্চলেও বহু মানুষ তাবেঈর মর্যাদা লাভ করেছিলেন সাহাবীদের চাক্ষুস সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে।
এছাড়া অনেক সাহাবী ছিলেন দীর্ঘজীবী। ফলে হিজরতের সত্তর বা আশি বছর পর জন্ম হলেও অনেকেই সাহবীগণের সাক্ষাৎ পেয়ে তাবেঈ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। জগৎ বিখ্যাত মণীষী ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি আশি হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেও তাবেঈর মর্যাদায় ভূষিত হন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে। স্মরণীয় এমন একজন ইমাম ও তাবেঈর বিশাল খেদমতের কথা কারও অজানা নয়।
তেরশ বছর ধরে বিশ্বে প্রায় অর্ধেক মুসলিম জনগোষ্ঠি তাঁর ও তাঁর মাযহাবের উলামায়ে কেরামের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে চলেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর জীবনী কিছুটা আলোচিত হয়েছে।

সাহাবী ও তাবেঈদের জীবনী পড়ার লাভ

তাবেঈগণ ছিলেন সহাবাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণই এই উম্মতের মুক্তির একমাত্র পথ। তাবেঈগণ সেই পথেই নিজেদের জীবন পরিচালিত করে মহান আল্লাহর প্রীতিভাজন হয়েছেন। সাহাবী হযরত উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায়বিচার ও চরম ন্যায়পরায়নতার হুবহু চিত্র দেখা যায় তাবেঈ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসন আমলে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞানগর্ভ নসীহত ও এবাদত হুবহু দেখা যায় হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের অকল্পনীয় যুহ্দের চিত্র তার জীবনীতে দেখুন- তিনি যুবরাজের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন হত দরিদ্র যুবক আবূ ওদাআর সঙ্গে। এভাবেই জীবনকে আল্লাহ ও আখেরাতমুখী বানানোর জোরাল উপদেশ ও নির্দেশনা রয়েছে এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। বিশেষত লেখক সকল তরুণ-তরুণীকে এই গ্রন্থ পাঠ করে ঈমানী নূর ও ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই স্নেহের বশে 'আপনি'র স্থানে 'তুমি' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করেছেন।

প্রিয় পাঠক! মহান তাবেঈদের জীবনী আমাদেরকে মজবুত ঈমান ও নির্মল চরিত্র গঠনে উজ্জীবিত করুক। আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা অর্জনে এ গ্রন্থ আমাদের প্রেরণা হোক। জান্নাত-জাহান্নামকে ভুলে দুনিয়ার মোহ- মায়ায় জড়ানো আমাদের জীবনের মহাভ্রান্তি দূর হোক। তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন পাঠ করে আমাদের জীবন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দীপ্ত ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠুক। 'আমীন'

বিনীত–

মাসউদুর রহমান

কমলাপুর, কুষ্টিয়া

লেখকের দুআ

হে আল্লাহ্! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত তাবেঈদের এমন ভালোবাসি,
যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রাণপ্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের ছাড়া আর কাউকেই বাসি না।
সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে মহাত্রাসের দুর্দিনে ‘এইদল’ (তাবেঈগণ) অথবা ‘ঐদলের’ (সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর) যে কোনো একজনের পাশে আমাকে একটুখানি স্থান করে দিয়ো।
তুমি তো জানো আমি শুধু তোমার জন্যই তাদের ভালোবাসি ইয়া আকরামাল আকরামীন।

—আবদুর রহমান

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহি

- জন্ম - ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

জন্মস্থান – সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী মিশর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সব শেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাষ্টার্স ও পি.এইচ.ডি.।

- কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। এরপর দামেস্কের 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।

- সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলঙ্কার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইল্মী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।

মরহুম ড. আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরীদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সভাপতিত্বে 'রাবেতা আল আদাবুল ইসলামী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

- মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্থানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাদেরকে তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং যাদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা - চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।